দৈনিক ইনকিলাব

129

তারিখ ... MAR 17 1999 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

# শিক্ষার মান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন

দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপকহারে নকলপ্রবণতা ও কর্মহীন বেকার সৃষ্টির ফলে গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। দেশে প্রচলিত শিক্ষার মান ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশ অন্ধকারবর্তী হচ্ছে। এ অবস্থা অব্যাহতগতিতে চলতে থাকলে আগামী দশকে শিক্ষার মান আরও ধসে পড়বে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এদেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা আগামী শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে কি-না, সে প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ধনাঢ্য ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের আস্থা কমে আসছে। এক সমীক্ষায় জানা গেছে, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা বিদেশে লেখাপড়াতে বেশী আগ্রহী হচ্ছে। তারা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ আমেরিকা, বৃটেন, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে পড়ালেখা করতে যাচ্ছে। এক জরিপে জানা গেছে, যারা লেখাপড়া করতে যাচ্ছে, তাদের শতকরা ৯৮ ভাগ আর দেশে ফিরে আসেছ না। তারা কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়ায় বিদেশেই থেকে যাচ্ছে। এদেশের মেধাবী ছাত্রদের দেশে ধরে না রাখতে পারায় মেধা পাচার হচ্ছে। এতে শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণা, পরিকল্পনা ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে মেধাশূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে। এদেশ থেকে যেসব অভিভাবক সন্তানদের বাইরে পাঠাচ্ছেন, তারা সন্তানদের আন্তর্জাতিকমানের পাঠদানের উচ্চাশা করেই পাঠাচ্ছেন। এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশ নষ্ট হয়ে পড়ায় তারা যেমন আশঙ্কিত। ঠিক একইভাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থাও তাদের প্রচণ্ড। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন আশানুরূপ সাধিত না হওয়ার কারণে উচ্চতর মেধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এদেশ। এ ছাড়াও এদেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ঔপনিবেশিক আমলের দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা পাশাপাশি চলছে। বিগত সময়ে এই শিক্ষা ব্যবস্থা দু'টির সংস্কার ও পরিবর্তন সাধিত হলেও শিক্ষা ব্যবস্থার দর্শনে নামমাত্র পরিবর্তন হয়েছে। সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা—এ দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা যথেষ্ট নয়। মাদ্রাসা শিক্ষার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার সুযোগ আরও সীমিত।

মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অর্থাৎ শিক্ষার গুণগতমান বাড়ানোর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। আগামী শতকেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রাধিকার অব্যাহত থাকবে। কাজেই শিক্ষাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী করতে হবে যাতে যুগোপযোগী বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ, বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা এদেশে বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার মানগত উন্নয়ন কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সহায়ক। কাজেই দেশে নকলপ্রবণতা বাড়িয়ে শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি যাতে না হয়, সেজন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বর্তমানে বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে অক্লান্ত খেটে নিজ নিজ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ করেছে। ২ হাজার শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তারা গুরুত্ব প্রদান করছে। আমাদের দেশেও ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটাতে পারি। দুঃখজনক ঘটনা এই যে, উন্নত দেশগুলো যখন শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠন করে তাদের উৎকর্ষতা বাড়াচ্ছে তখন আমাদের দেশের সরকার, শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞরা বিষয়টি নিয়ে তেমন মাথা ঘামাচ্ছেন না। কিন্তু এই কাজটি সম্ভব করা হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাণসঞ্চার হবে। আশা করা যায় এতে শিক্ষা ব্যবস্থার অন্ধকার দিকগুলো আলোকিত হয়ে উঠবে।